বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন এবং কিছু প্রত্যাশা

-আদনান সৈয়দ

টান টান উত্তেজনা, নির্বাচনী প্রচারণা, দিনরাত চাপা ফিসফাস, কমিউনিটিতে নিত্য হৈহৈ রৈরৈ, নির্বাচনী গাল-টিপ্পনী ইত্যাদি সব কিছুর ইতি ঘটিয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক,২০০৬ নির্বাচন সম্পন্ন হল। আসলে আমাদের বাঙালি রক্তে নির্বাচন বিষয়টি যে স্থায়ীভাবে গেঁথে আছে তা এই নির্বাচন কে সামনে রেখে বাঙালির ঘুম হারাম করে দেয়া ব্যাস্ততা দেখলেই বেশ টের পাওয়া যায়। তারপরও নির্বাচন নামের গনতন্ত্রের একমাত্র চর্চায় আমরা বাঙালিরা যে এগিয়ে আছি এবং যেরকম বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছি তা নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সাধুবাদ জানাই নব নির্বাচিত বাংলাদেশ সোসাইটির পরিচালনা বৃন্দদের।

এবার বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কে সামনে রেখে নির্বাচনি প্রচারনায় অনেক বিষয় নিয়েই প্রার্থীরা তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কেউ বলেছেন কমিউনিটিতে স্থায়ী একটি কমিউনিটি সেন্টার করে দেবেন, কেউ আবার নিখরচায় লাশ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যাবস্থা করবেন বলে ঘোষনা দিয়েছেন। কেউ আরেকটু আগ বাড়িয়ে প্রবাসীদের লাশ দাফনের জন্য স্থায়ী কবর স্থান এবং ফিউনারেল হোম এর ব্যাবস্থা করে দেবেন বলেও ঘোষনা দিয়েছেন। কেউ দিয়েছেন প্রতি বছর বাংলাদেশ ডে প্যারেড উদযাপনের প্রতিশ্রুতি আবার কোন কোন প্রার্থী প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য সোসাইটির অফিসে তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের উপর জোর আগ্রহ দেখিয়ছেন। কথা হল বিভিন্ন রং দিয়ে গাঁথা এই সব প্রতিশ্রুতির মালাগুলো প্রবাসীদের জন্য আসলেই কতটুকু বাস্তব সম্মত এবং আন্তরিক তা নি:সন্দেহে ভাব বার যথেষ্ট দাবী রাখে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রাক নির্বাচন প্রচারণায় ঠিক এরকম ভাবেই কিন্তু হাজারো প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেতারা জনগণের সামনে আসেন এবং বলাই বাহুল্য নির্বাচনে জেতার পর তারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যাস্ত হয়ে যান। আমরা অবশ্যই আশা করবো না যে নিউইয়র্কে আমাদের কমিউনিটির নেতারাও এর পূনরাবৃত্তি করবেন বরং আমরা কমিউনিটির সাধারণ মানুষ আশা করবো যে

নির্বাচিত নেতারা কথার সাথে কাজের কিছুটা মিল দেখিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনে বেশি আন্তরিক হবেন।

এবার বাংলাদেশ সোসাইটি নিয়ে কিছু কথা। প্রবাসের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে আলাপ করে এটাই মনে হল যে বাংলাদেশ সোসাইটির উপর অনেকেই খুব একটা আস্থা রাখতে পারছেন না। কেন পারছেন না? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা সোজা সাপ্টা বলছেন, ''আরে ভাই, অতীতে বাংলাদেশ সোসাইটি বাঙালি কমিউনিটির জন্য কী করেছে একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?'' না সেরকম কোন দৃষ্টান্ত সোসাইটি এখনো রাখতে পারে নি যা সত্যি দু:খের কথা এবং সোসাইটির চরম ব্যর্থতা। যেহেতু বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের বাঙালি পাড়ায় বড় একটি সংগঠন এবং এই কমিউনিটিতে গোটা বাংলাদেশকেই প্রতিনিধিত্ব করছে তাই বাংলাদেশ সোসাইটির উপর জনগণের অনেক আবদার এবং দাবী থাকবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক! আমরা চাইবো কমিউনিটির নির্বাচিত নতুন নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টির দিকে একটু নজর দিবেন।

বর্তমানে এই নিউইয়র্কে বাঙালির সংখ্যা প্রতিদিনই টুই টুই করে বাড়ছে। হাটি হাটি পা পা করে বাঙালি কমিউনিটি এখন এক বিশাল কমিউনিটিতে পরিনত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের চাহিদাও অনেক বেড়েছে এবং পাশাপাশি সমস্যাও অনেক বেড়েছে। আমরা আশা করবো বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা বৃন্দ বাঙালির হাজারো সমস্যাগুলোর উপর তাদের শুভ দৃষ্টি সব সময়ই রাখবেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবেন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের একার পক্ষে হয়ত অনেক কাজ করা সম্ভব হবে না কিন্তু আপনারা যে কোন ভালো কাজে এগিয়ে আসলে কমিউনিটির হাজারো জনগণ যে আপনাদের হাতে হাত মিলাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রম শুধু মাত্র বার্ষিক বনভোজনেই সীমাবদ্ধ না হয়ে কমিউনিটির বিভিন্ন ভালো কাজের সাথেও জড়িয়ে পরুক এটাই আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা। দিন কে দিন বাংলাদেশ সোসাইটির গ্রহনযোগ্যতা এই বাঙালি কমিউনিটিতে আরো বৃদ্ধি পাক এবং সঠিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা আমাদের কমিউনিটির সেবা করুক শুধু এই প্রার্থনাই করি।
(নিউইয়র্ক, ৯/২০/০৬)